গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
ফুলগাজী, ফেনী।
www.fulgazi.feni.gov.bd

স্মারক নম্বর : ০৫.২০.৩০৪১.০০০.১৮.০৬৬.২০২৩-২৫

তারিখঃ ০৩ মাঘ ১৪২৯
১৭ জানুয়ারি ২০২৩

(জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন আহবান)

"সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯" অনুযায়ী ফুলগাজী উপজেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনাধীন (২০.০০ একরের নিম্নে বদ্ধ) ইজারাযোগ্য জলমহাল ১৪৩০-১৪৩২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে (১লা বৈশাখ হতে ৩০ চৈত্র পর্যন্ত) সাধারণ আবেদনের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়, সায়রাত অধিশাখা-১ এর ১৮/১২/২০২২ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯ (অংশ-২)-৪৮ নম্বর স্মারকে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি /সদস্যগণের নিকট হতে নির্ধারিত সময়সূচি, নিয়মাবলী/শর্তাবলী ও চেকলিস্ট অনুসরণপূর্বক আবেদন আহবান করা যাচ্ছে।

০২. জলমহাল ইজারার কাযক্রমে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে jm.lams.gov.bd লিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে হবে। জলমহালের আবেদন আহবান বিজ্ঞপ্তি, নিয়মাবলী/শর্তাবলী ও চেকলিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ফুলগাজী, ফেনী এর ওয়েবসাইট (www.fulgazi.feni.gov.bd) ও অফিসের নোটিশ বোর্ডে পাওয়া যাবে।

□ সময়সূচি □

jm.lams.gov.bd লিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে আবেদন দাখিল	২৫/০১/২০২৩ থেকে ০৭/০২/২০২৩ পযন্ত (১১ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ থেকে ২৪ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ পযন্ত)
অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূল কপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে অফিস চলাকালীন সময়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফেনীতে দাখিল	০৯/০২/২০২৩ থেকে ১৩/০২/২০২৩ পযন্ত (২৬ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ থেকে ৩০ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ পযন্ত)

"১৪৩০-১৪৩২ বঙ্গাব্দ মেয়াদে ইজারাযোগ্য জলমহালের তফসিল ও ইজারামূল্য"

ক্র. নং	উপজেলা	জলমহালের নাম	জেএল নং ও মৌজা	আয়তন (একরে)	সরকারি ইজারা মূল্য	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৭	৮
০১	ফুলগাজী	বসন্তপুর খাস পুকুর-১	৩৮ নং বসন্তপুর	০.৬৮০০	১১,৫৫০/-	
০২		বসন্তপুর খাস পুকুর-২	৩৮ নং বসন্তপুর	০.৩৬০০	২,৬৪৬/-	
০৩		ধলিয়া খাস পুকুর-১	৬৩ নং ধলিয়া	০.২৭০০	১,৮২৭/-	
০৪		ধলিয়া খাস পুকুর-২	৬৩ নং ধলিয়া	০.২২০০	১,৮২৭/-	

(মোঃ আল-আমীন)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভাঃ প্রাঃ)
ও
সভাপতি
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, ফুলগাজী,ফেনী
ই-মেইল: unofulgazi@mopa.gov.bd

জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত আবেদন দাখিল/প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে সংযুক্ত কাগজপত্রাদির চেকলিস্ট

০১। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত চেকলিস্ট অনুসরণপূর্বক জলমহাল ইজারার সাধারণ আবেদন দাখিল করতে হবে:

(ক) প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নিবন্ধন সনদ (রেজিস্ট্রেশন) এর সত্যায়িত কপি;

(খ) নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সকল সদস্যের নাম, ঠিকানা ও ছবি;

(গ) মৎস্যজীবীদের জাতীয় পরিচয়পত্র;

(ঘ) মৎস্যজীবী পরিচয়পত্র (এফআইডি কার্ড)(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(ঙ) আবেদনকারী সমিতির প্রত্যেক সদস্য কার্ডধারী প্রকৃত মৎস্যজীবী মর্মে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র;

(চ) সমিতির নিকট সরকারি পাওনা এবং সমিতির বিরুদ্ধে কোন সার্টিফিকেট মামলা নেই মর্মে জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র;

(ছ) সমিতির সদস্যগণ প্রকৃত মৎস্যজীবী, মাছ, শিকার ও বিপণনের সাথে জড়িত আছেন, থাকবেন এবং জলমহাল ইজারা পেলে নিজেরাই তা পরিচালনা করবেন এমন অঙ্গীকারনামা;

(জ) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রদেয় প্রস্তাবিত ইজারামূল্যের ২০% জামানত বাবদ ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার এর কপি

(ঝ) সমিতির গঠনতন্ত্র;

(ঞ) সমিতির সভার কার্যবিবরণী;

(ট) ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট (ব্যাংক রুলস অনুসারে);

(ঠ) অডিট রিপোর্ট: আবেদনকারী সমবায় সমিতি বা অন্য কোন সমিতি বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণস্বরূপ জেলা বা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র দাখিল করবেন ও বিগত ২ (দুই) বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করবেন। তবে নুতন নিবন্ধনকৃত মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রমাণকের দরকার হবে না।

(ড) প্রতিটি সিডিউল ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত কোডে ৫০০/- টাকা চালান মূলে জমা প্রদান করতে হবে।

০২. অনলাইনে আবেদন দাখিল সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি/সম্পাদককে মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে অথবা jm.lams.gov.bd লিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে হবে। এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা উক্ত ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে।

০৩. জলমহালের ইজারা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি www.fulgazi.feni.gov.bd ওয়েব সাইটেও পাওয়া যাবে।

০৪. জলমহালের আবেদন দাখিলের সকল শর্তাদি উপজেলা প্রশাসন ওয়েব পোর্টাল ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে নোটিশ বোর্ড হতে জানা যাবে।

০৫. অনলাইনে আবেদন দাখিলের শেষ সময়সীমার পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনের সকল তথ্যাদির প্রিন্টেড কপিসহ জলমহাল ইজারার জন্য জামানতের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মূল কপি সীলগালা বদ্ধ খামে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফেনীতে দাখিল করতে হবে। সীলগালাকৃত উল্লিখিত খামের উপরিভাগে "জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির জন্য আবেদন" কথাগুলো স্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং খামের বামে নিম্নভাগে সমিতির নাম ও ঠিকানা লিখিত থাকতে হবে।

০৬. অনলাইনে দাখিলকৃত তথ্যাদি এবং প্রিন্টেড কপি হিসেবে দাখিলকৃত তথ্যাদির মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হলে অনলাইনের তথ্যাদি সঠিক মর্মে বিবেচিত হবে।

০৭. কর্তৃপক্ষ কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কোন অংশ বা সম্পূর্ণ দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

১৭/০৭/১৩

(মোঃ আল-আমীন)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভাঃ প্রাঃ)
ও
সভাপতি
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, ফুলগাজী,ফেনী
ই-মেইল: unofulgazi@mopa.gov.bd

স্মারক নম্বর : ০৫.২০.৩০৪১.০০০.১৮.০৬৬.২০২৩-

তারিখঃ ০৩ মাঘ ১৪২৯
১৭ জানুয়ারি ২০২৩

অনুলিপি সদয় অবগতি/ অবগতি ও কার্যার্থে:

০১। মাননীয় সংসদ সদস্য, ফেনী-১, ফেনী।
০২। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
০৪। জেলা প্রশাসক, ফেনী।
০৫। পুলিশ সুপার, ফেনী।
০৬। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), ফেনী।
০৭। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ফুলগাজী,ফেনী।
০৯। সহকারী কমিশনার (ভূমি), ফুলগাজী, ফেনী।
১০। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, ফুলগাজী, ফেনী।
১১। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলগাজী, ফেনী।
১২। অফিসার ইনচার্জ, ফুলগাজী থানা।
১৩। উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা, ফুলগাজী, ফেনী।
১৪। উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, ফুলগাজী, ফেনী।
১৫। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ফুলগাজী, ফেনী।
১৬। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী/ উপ-সহকারী কর্মকর্তা---------- (সকল), ফুলগাজী, ফেনী।
১৭। জনাব ----------

সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও
সদস্য সচিব
উপজেলা জলমহাল ইজারা/ বন্দোবস্ত সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি
ফুলগাজী, ফেনী।

"সাধারণ আবেদনের মাধ্যমে জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির শর্তাবলী: (২০ একরের নিম্নে)

১. সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর সকল শর্তাদি প্রতিপালন সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২. কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/ সংগঠন দুইটির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না।

৩. নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যা সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধিত সমিতি বা সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবে এবং জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/ সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পারে। কোন ব্যাক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবে না।

৪. উক্ত সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নয়, তা হলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবে না।

৫. প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যারা সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধিত, যেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবী ছাড়া সদস্য নেই তারাও আবেদনে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন।

৬. মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/সমিতির কোন জঙ্গি সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বের কোন জলমহালের ইজারা মূল্য পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে কোন জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে না।

৭. উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভূক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারামূল্যে ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসেবে আবেদনকারী তার আবেদনের সাথে দাখিল করবেন। লীজপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লীজমানির সাথে উক্ত টাকা সমন্বয় করা হবে। লীজ প্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরত প্রদান করা হবে।

৮. সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৯. লীজগ্রহীতা কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যতি তা করে থাকে তাহলে জেলাপ্রশাসক উক্ত লীজ বাতিল করে দিবেন এবং জমাকৃত লীজমানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করবেন। উক্ত লীজগ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমাহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবে না।

১০. উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত/ইজারাপ্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে ১ম বছরের সাকূল্য ইজারামূল্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা গ্রহীতা নিজ উদ্যোগে চুক্তিপত্র সম্পাদনক্রমে জলমহালের দখলনামা বুঝে নিবেন।

১১. পরবর্তী ২য় ও ৩য় বছরের ইজারামূল্য যথাক্রমে পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইজারা বাতিল করবেন এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

১২. দরপত্রে উল্লিখিত দরের ১০% হারে আয়কর এবং ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং ১ম বছরের গৃহীত মূল্যের সাকূল্য টাকা ডাক গ্রহণের ১৫ (পনের) কার্য দিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্র তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে এবং ৩য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য ২য় বছরের ১৫ চৈত্র তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় ইতিপূর্বে জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে এবং জলমহাল পুনঃ ইজারা/বন্দোবস্ত নেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না। এছাড়া সরকার কর্তৃক আয়কর ও ভ্যাট এর বর্ধিত করা হলে ইজারাদার তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

১৩. অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূল কপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফেনীতে দাখিলের সময় খামের উপর উপজেলাসহ জলমহালের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

১৪. এতদসঙ্গে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত জলমহালের বন্দোবস্ত ১৪৩০ হতে ১৪৩২ বঙ্গাব্দের জন্য প্রযোজ্য হবে।

১৫. ইজারামূল্য পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে অনুমোদিত আবেদনকারী সমিতি/সংগঠন নিজ উদ্যোগে ইজারা চুক্তি সম্পাদনক্রমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিস হতে নিজ উদ্যোগে জলমহালের দখল গ্রহণ করবেন। অন্যথায় যথাসময়ে জলমহালের দখল না পাওয়ার অজুহাতে পরবর্তীতে কোন ওজর আপত্তি গ্রহণ করা যাবে না কিংবা কোন কর্তৃপক্ষ বা কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না। লীজচুক্তি সম্পাদন ব্যতীত জলমহালের দখল প্রদান করা যাবে না।

১৬. যে সকল জলমহালের উপর বিজ্ঞ আদালত/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞার আদেশ রয়েছে সে সকল জলমহালের জন্য এই বিজ্ঞপ্তি কার্যকর হবে না। তবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অথবা বিজ্ঞ আদালত সংশ্লিষ্ট জলমহালের মামলা মোকদ্দমা অথবা স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থা/নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রত্যাহার সাপেক্ষে/প্রত্যাহার হলে জলমহাল ইজারার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে কোন সমিতি ইচ্ছা করলে আবেদনপত্র ক্রয় করে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবে এবং স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থা/নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রত্যাহার সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১৭. বছরের যে কোন সময়ে ইজারা প্রদান করা হোক না কেন উক্ত ইজারা ১ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ হতে কার্যকর হবে।

১৮. মামলাজনিত কারণে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশের কারণে বা অন্য কোন আইনসঙ্গত কারণে জলমহালসমূহের সময়মত দখল না পাওয়ার বিষয়ে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না অথবা জলমহাল ভরাট হয়ে গিয়েছে, মাছের মড়ক ইত্যাদি কারণে ক্ষতিপূরণ চেয়ে জলমহাল ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধি করার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা মোকদ্দমা দায়ের করা যাবে না।

১৯. জলমহাল সংক্রান্ত বিধিসমূহ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২০. আদালতে কোন মামলা/প্রাকৃতিক কারণে কোন ক্ষতিগ্রস্ততার অজুহাতে ইজারামূল্য সমন্বয় কিংবা ইজারা মেয়াদ বৃদ্ধির কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

২১. প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরনের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না। এরূপ করা হলে বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে।

২২. বদ্ধ জলমহালসমূহ তিন বছর মেয়াদে বন্দোবস্ত দেয়া হবে।

২৩. লীজগ্রহীতা জলমহালের পরিসীমা বজায় রাখবেন এবং সংরক্ষণ করবেন, যাতে কেউ সংশ্লিষ্ট জলমহালে অনুপ্রবেশ বা বেআইনীভাবে দখল না করে তা নিশ্চিত করবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন দাখিল না করে সরাসরি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কোন আবেদনকারী সমিতি জলমহাল ইজারা পাওয়ার জন্য আবেদন দাখিল করলে তা সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

২৫. জলমহালের কোন অংশে স্থায়ী/অস্থায়ী বাঁধ/প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা যাবে না যাতে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৩৩ ধারা অথবা ১৯৫০ সালের মৎস্য সংরক্ষণ আইনের কোন বিধান লংঘিত হয়।

২৬. অনুমোদিত ইজারাগ্রহীতা সরকার বা কালেক্টর কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবে না। কালেক্টর বা সরকারি মৎস্য বিভাগ কর্তৃক সকল আদেশ/নিষেধ বন্দোবস্ত গ্রহীতা পালন করতে বাধ্য থাকবেন। মৎস্য আহরণে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাইল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

২৭. ১ম বছরের সমুদয় অর্থ জমা দিয়ে কৃতকার্য আবেদনকারী নির্ধারিত ফরমে ৩০০/- টাকার মূল্যমানের নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ইজারা চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের সময় তাকে দুই কপি পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ছবি দাখিল করতে হবে।

২৮. ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল আইন ও সরকারি আদেশ, জলমহাল ব্যবস্থাপনার সকল সরকারি আদেশ যেগুলো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি, সেই আদেশের/আইনের সকল শর্তাবলী এই বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এছাড়া পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যে , কোন আদেশ/নির্দেশ এবং বিধি বিধানও আবেদনকারী মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

২৯. জলমহাল ইজারা গ্রহণ করার পর কোন সংগঠন/সমিতির জলমহাল ভরাট, আয়তনের হ্রাস বৃদ্ধি বা অন্য কোন অজুহাতে উপস্থাপন করতে পারবেন না। প্রয়োজনে আবেদন দাখিলের পূর্বে সমিতি/সংগঠন সরেজমিনে জলমহালের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ইজারা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে।

৩০. পূরণকৃত আবেদন ফরমটি অনলাইনে স্ক্যান করে দাখিল পূর্বক ফরমের মূল কপি ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা জমার রশিদসহ অন্যান্য প্রিন্টেড কপির সাথে পরবর্তীতে জেলা প্রশাসক, ফেনী এর কার্যালয়ে জমা প্রদান করতে হবে।

৩১. কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন আবেদনপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

সহকারী কমিশনার (ভূমি)

ও

সদস্য সচিব

উপজেলা জলমহাল ইজারা/ বন্দোবস্ত সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি

ফুলগাজী, ফেনী।